MAR. 31 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ... ২ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

চার হাজার শিক্ষকের জন্য কিছু করুন

লেখাপড়ার ইতি টেনে জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে গত ছয় মাস আগে আমি একটি সম্মানজনক পেশায় আত্মনিয়োগ করি কোনরকমে বেঁচে থাকার স্বপ্ন হিসাবে।

এই সম্মানজনক পেশার সূত্র ধরে বর্তমানে আমি সরকারী প্রাথমিক, বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। গত ছয় মাস আগে আইডিএ-এডিবি প্রকল্পের আওতায় সরকারী সকল নিয়মকানুন অটুট রেখে সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ৪০০০ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তিন বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আজ প্রায় ছয় মাস পর হঠাৎ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত চিঠির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আগামী ৩০ জুন ২০০২ তারিখে উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর আমার/আমাদের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? শিক্ষক নামের সেই সম্মানজনক পদবি থেকে ছিটকে পড়তে হবে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বহু কষ্টে লাভ করা এই সোনার হরিণটি হাতছাড়া হয়ে গেলে আমার/আমাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে কি? শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারের বহু পদক্ষেপের মধ্যে আমাদের জন্য কিছু করবেন কি?

বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী সমীপে একান্ত অনুরোধ–আমাকে/আমাদের চাকরিচ্যুত হয়ে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে যেন বেঁচে থাকতে না হয় তার একটি সুব্যবস্থা করে গরিব শিক্ষিত এই অধমদের কর্মসংস্থানটি টিকিয়ে রাখার সবিনয় আকুতি জানাচ্ছি।

সঞ্জয় কুরী
সহকারী শিক্ষক
ভোলা বাদশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।